জাতীয় প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

শব্দ সংক্ষেপণ ৩

অধ্যায় ১ – প্রারম্ভিকা ৪

অধ্যায় ২ – নীতিমালার বিবরণী ৫

অধ্যায় ৩ – নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ ৭

অধ্যায় ৪ – নীতিমালার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১৬

অধ্যায় ৫ – সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা ১৯

অধ্যায় ৬ – উপসংহার ২০

অধ্যায় ৭ – সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২১

শব্দ সংক্ষেপন

টিএনএ (TNA)	প্রশিক্ষণ চাহিদা যাচাই (ট্রেনিং নিডস এসেসমেন্ট)
আরএমজি (RMG)	তৈরি পোশাক (রেডিমেড গার্মেন্টস)
বিপিজিএমইএ (BPGMEA)	বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এ্যাসোসিয়েশন)
বিআইপিইটি (BIPET)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারস এ্যাসোসিয়েশন)
আরএসএল (RSL)	সীমাবদ্ধ পদার্থসমূহের তালিকা (রেসট্রিক্টেড সাবস্ট্যান্স লিস্ট)
এমএসডিএস (MSDS)	উপকরণ নিরাপত্তা বিষয়ক উপাত্ত তালিকা (ম্যাটেরিয়ালস সেফটি ডাটা শীট)
জিএমপি (GMP)	উৎপাদন বিষয়ক উত্তম চর্চা (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্যাক্টিসেস)
ইপিআর (EPR)	উৎপাদকের বর্ধিত দায়িত্ব (এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেস্পন্সিবিলিটি)
সেডেক্স (Sedex)	সরবরাহকারীদের নৈতিক তথ্য বিনিময় (সাপ্লাইয়ার এথিকাল ডাটা এক্সচেঞ্জ)
বিএসআই (BSI)	ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন
ডব্লিউআরএপি (WRP)	বিশ্বব্যাপী দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বীকৃত উৎপাদন বিষয়ক আচরণ বিধি (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রেসপন্সিবল অ্যাক্রেডিটেড প্রোডাকশন কোড অব কন্ডাক্ট)
বিএসসিআই (BSCI)	ব্যবসায়িক ও সামাজিক প্রতিপালন উদ্যোগ বিষয়ক আচরণ বিধি (বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ কোড অব কন্ডাক্ট)
পিসি (PC)	অংশগ্রহণ পরিষদ (পারটিসিপেশন কমিটি)
ইএমএস (EMS)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)
পিপিই (PPE)	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট)
এসওপি (SOP)	প্রমিত পরিচালনা পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিউর)
টিপিএম (TPM)	সামগ্রিক উৎপাদনী রক্ষণাবেক্ষণ (টোটাল প্রোডাক্টিভ মেইনটেন্যান্স)

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিকা

১.১ প্লাস্টিক খাত বাংলাদেশের জন্য বিপুল সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র যা শিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগের যোগান ত্বরান্বিতকরণ এবং দেশে অধিক বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশে এবং বিদেশে বৈচিত্র্যময় পণ্যের বাজার ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারিত করার মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতিশীল উৎপাদন ভিত্তি গড়ে তুলছে যা একই সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী ও রপ্তানিমুখী। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ, নির্মাণকাজ, সাধারণ প্রকৌশল, কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোটরচালিত যানবাহন ও প্যাকেজিং শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সবুজ অর্থনীতির সাথে বর্ধিত মাত্রায় উদ্ভাবনী সংযোগ স্থাপনেও এ খাতের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১.২ স্বল্প উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ করে উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্যসমুহ বহুমুখী উপযোগ, স্থায়িত্ব, স্বল্প ওজন এবং প্রকৃষ্ট অন্তরক বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান সময়ে প্লাস্টিক আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রান্নাঘরের সরঞ্জাম, চিকিৎসা উপকরণ, নির্মাণ সামগ্রী, মোটরচালিত যানবাহনের যন্ত্রাংশ, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্র, প্যাকেজিং উপকরণ এবং বাড়ির সাজসজ্জাসহ আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্লাস্টিকের পণ্যসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, জ্বালানি সাশ্রয়, উদ্ভাবনী নকশা এবং অন্যান্য ব্যয় সংকোচনমূলক ব্যবস্থার কারণে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যার ফলে প্রচলিত উপাদান নির্ভর পণ্যসমূহ প্লাস্টিকের পণ্যসমূহের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

১.৩ বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক পণ্যের চাহিদা প্রতি বছর ২০ শতাংশেরও বেশি হারে (২০০৭ সাল হতে) ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। বিগত ৫০ বছরে, বিশ্বে প্লাস্টিকের ব্যবহার ২০ ভাগ বেড়েছে এবং আগামী ২০ বছরে এ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ আকার ধারণ করবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে প্লাস্টিকের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০৯ কেজি, চীনে ৩৮ কেজি, ভারতে ১১ কেজি এবং বাংলাদেশে ৫-৭ কেজি। বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিকের গড় মাথাপিছু বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ কেজি এবং উন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৮০ কেজি।

১.৪ বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প বৈশ্বিক প্লাস্টিক পণ্যের বাজারে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করতে পারে। বর্তমান ৫৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক প্লাস্টিক বাজারের মাত্র শতকরা ০.৬ ভাগ বাংলাদেশের দখলে আছে। গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের নতুন সমীক্ষার আলোকে আশা করা হচ্ছে যে ২০২৫ সালের মধ্যে প্লাস্টিকের বৈশ্বিক বাজার মূল্যমান ৭২১.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে। দেশে ও বিদেশে আমাদের প্লাস্টিক পণ্যের সমগ্র বাজার প্রায় ২.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ৮৩.৪ শতাংশ দেশিয় বাজারের সাথে এবং বাকী ১৬.৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযুক্ত। বাংলাদেশে প্লাস্টিকের গড় মাথাপিছু ব্যবহার প্রায় ৫-৭ কেজি, যেখানে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিকের গড় মাথাপিছু ব্যবহার প্রায় ৫০ কেজি (উৎসঃ বিপিজিএমইএ)। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মূলতঃ যথাযথ নীতিগত সহায়তার অভাবে বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানিতে বাজারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রবেশের সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

১.৫ বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ খাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলার জন্য সুগঠিত কর্মপদ্ধতি এবং কৌশলগত দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষার সুবিধা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ছাঁচের নকশা প্রণয়ন এবং ছাঁচ তৈরির সুবিধা, প্লাস্টিক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা-বান্ধব কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ঘাটতি প্লাস্টিক খাতে পরিলক্ষিত হয়। এ খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এ সকল ঘাটতিসহ অন্যান্য মৌলিক প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করতে হবে। কৌশলগত কর্মপদ্ধতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্বতন্ত্র সামর্থ গড়ে তোলা না গেলে বাংলাদেশি প্লাস্টিক পণ্যের পক্ষে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জন করা দুরূহ হবে।

১.৬ উপর্যুক্ত বিবেচনাসমূহের আলোকে বাংলাদেশ সরকার প্লাস্টিক শিল্প খাতে সুনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উক্ত নীতিমালাটি এ খাতে বর্ধিত গতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন প্রযুক্তি এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, নতুন পণ্য উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করবে। একই সাথে, একটি টেকসই সার্কুলার ইকোনমি বা আবর্তনশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কিত যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে কার্যপরিচালনার প্রতিশ্রুতিও এ নীতিমালাটি প্রদান করছে।

১.৭ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালাটি প্লাস্টিকের বর্জ্য এবং আবর্জনার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, ব্যবহারকারীদের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান, প্লাস্টিক পুনরুদ্ধার, পুনঃব্যবহার এবং পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধি, আবর্তনশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন পরিবেশ গড়ে তোলা এবং জৈব ও প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে জীবাশ্ম কাঁচামালসমূহের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে এই শিল্পকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহকে চিহ্নিত করে। এই নীতিমালায় উপরোক্ত উন্নয়ন বিষয়ক বিশদ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি, যদি এই নীতিমালায় বর্ণিত বিভিন্ন বিধান এবং দেশের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালার অন্তর্গত বিষয়সমূহের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় নির্দেশাবলী প্রাধান্য পাবে এবং এই নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট অন্য সকল নীতিমালার নিয়মাবলীকে অগ্রাহ্য করা হবে।

অধ্যায় ২

নীতিমালার বিবরণী

২.১ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা একটি সামগ্রিক কাঠামো যা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে প্লাস্টিক শিল্পের সর্বাত্মক পুনরুজ্জীবন এবং উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২.২ রূপকল্পঃ

বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের মান শৃঙ্খলে বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্পের অবস্থান সুরক্ষিত করতে এ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২.৩ অভিলক্ষ্যঃ

২.৩.১ উচ্চ মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্লাস্টিক উৎপাদন শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা; মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন; দেশিয় ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকর্ষণ করা; বাজার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা; ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি উপকরণসমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করে উদ্ভাবন, শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং এসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদান এবং শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উন্নীত হওয়া।

২.৪ এই নীতিমালার লক্ষ্যঃ-

(ক) ধারাবাহিকভাবে এ খাতে ১৫% হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

(খ) ২০২২ সালের পূর্বেই এ শিল্পখাতের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্মূল করা;

(গ) প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং শিল্পের বাজার ২০২৬ সালের মধ্যে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা;

(ঘ) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে এ খাতে ২০২৬ সালের মধ্যে ১০,০০০ জনকে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঙ) এ খাতে ২০২৬ সালের মধ্যে ৫,০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(চ) ২০২৬ সালের মধ্যে মোট জিডিপিতে প্লাস্টিক খাতের অবদান ন্যূনতম ২% বৃদ্ধি করা;

(ছ) ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং পণ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতভাগ বর্জ্যমুক্ত জাতি (জিরো ওয়েস্ট নেশন) হিসেবে চিহ্নিত হওয়া।

২.৫ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ

২.৫.১ উপর্যুক্ত রূপকল্প এবং অভিলক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ এ নীতিমালাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে-

(ক) মান সংযোজন বৃদ্ধি

সমগ্র দেশব্যাপী স্থানীয় পণ্যসমূহের বাজার সম্প্রসারণের জন্য মূল্য সংযোজিত রপ্তানি পণ্য এবং আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(খ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশীয় ব্র্যান্ড সৃষ্টি করা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুণগত মান এবং কারিগরি বিনির্দেশ অর্জনের জন্য বাংলাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যের ব্র্যান্ড এবং মডেলের পণ্য উৎপাদন করতে স্থানীয় শিল্পসমূহকে সক্ষম করে বৈশ্বিক মান শৃঙ্খলে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে সহায়তা করা হবে।

(গ) বাজারে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ করা

স্থানীয় পর্যায়ে আমদানি বিকল্প পণ্যসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সুবিধার আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার দেশসমূহে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গতিশীল ও দক্ষ ইকো সিস্টেম বা প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করা এবং প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে একটি দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র (স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং আগামী দশক জুড়ে, প্লাস্টিক খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা।

(ঙ) উদ্ভাবন, গবেষণা এবং উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করা

প্লাস্টিক খাতে উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় নকশা প্রণয়ন ও প্রকৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সংগ্রহ বেগবান করা।

(চ) ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

প্লাস্টিক খাতে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির উপকরণসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহের প্রচলন করা।

(ছ) নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

স্থানীয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহ ও স্থানীয় পুঁজিপতিদের সাথে ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা।

(জ) টেকসই উন্নয়ন

বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ অর্জন, প্লাস্টিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বৈশ্বিক চুক্তি ১৯১৮-২০২৫-এর লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএন এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্লাস্টিক খাতের ভবিষ্যৎমুখী এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং আবর্তনশীল অর্থনীতি বিষয়ক জাতিসংঘের সাধারণ রূপকল্পের আওতাধীন উক্ত বিশদ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

অধ্যায় ৩
নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ

শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দেওয়ার মাধ্যমে এ নীতিমালাটি প্লাস্টিক শিল্পের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভিত্তি সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করে। এই খাতে বিদ্যমান অন্তরায়গুলোকে অপসারণ করতে এবং সর্বোপরি, বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

৩.১ কর্মকৌশলঃ দেশিয় শিল্পের বিকাশ

৩.১.১ স্থানীয় শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ নীতিমালার অধীনস্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির আওতায় নিম্নলিখিত জাতীয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

(ক) মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প
(খ) কর্মসংস্থান সৃজনকারী শিল্প
(গ) বৃহদাকার ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদানকারী শিল্প
(ঘ) উদ্ভাবনী, গবেষণামুখী ও ক্রমবিকাশমান শিল্প এবং
(ঙ) আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানি সম্প্রসারণকারী শিল্প

৩.১.২ দেশিয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহের বিকাশ এবং এ খাতের নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে-

(ক) দেশিয় ও বৈদেশিক বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এমন ধরণের সহায়ক শিল্পসমূহ স্থাপনে উৎসাহিত করা;
(খ) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় এবং বিনিয়োগের বিকাশ নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(গ) উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রচারমূলক পরিষেবাসমূহের বিকাশ;

(ঘ) টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং প্লাস্টিক শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন ধরণের ব্যয়-সাশ্রয়ী শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(ঙ) আমদানি বিকল্প পণ্যসমূহ উৎপাদন থেকে প্লাস্টিক শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে রপ্তানিমুখী পণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

৩.১.৩ শিল্পাঞ্চল/অর্থনৈতিক অঞ্চল

যথাযথ অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ, এসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, বিশেষায়িত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিষেবাসমূহ প্রদান, পরিবেশগত দুর্যোগ এড়ানো এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসআইসি-এর অঞ্চলসমূহে অথবা নির্ধারিত বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বাংলাদেশ সরকার প্লাস্টিক শিল্পের জন্য নিবেদিত শিল্পোদ্যান স্থাপন করবে।

৩.১.৪ ছাঁচ তৈরি ও নকশা প্রণয়ন

মধ্য ও উচ্চ শ্রেণির বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার ছাঁচ তৈরির কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে (এই সংক্রান্ত কাযর্ক্রমে কেন্দ্রীয়ভাবে পিপিপি এবং/অথবা এফডিআই-নির্ভর যৌথ উদ্যোগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হবে)।

৩.২ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের খ্যাতি প্রচার করা

সাধারণভাবে, উৎপাদনকারী এবং ভোক্তাদের কাছে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়। সমাজের একটি কল্যাণমূখী শিল্প হিসাবে প্লাস্টিক শিল্পের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

৩.২.১ সমস্যার মাত্রা সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং উক্ত সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য 'সর্বোত্তম চর্চাসমূহ' সম্পর্কে সুপারিশ করার একটি পরিস্থিতি যাচাইমূলক সমীক্ষা পরিচালিত হবে।

(ক) একটি কেন্দ্রীয় ও যথাযথ ক্ষমতাসম্পন্ন মুখপাত্র সংস্থা হিসাবে কাজ করতে এবং প্লাস্টিক ও টেকসই উন্নয়ন তরান্বিতকরণে প্লাস্টিকের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে প্রচার করার জন্য বিপেটের (বিআইপিইটি) অধীনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে;

(খ) প্লাস্টিক সামগ্রী এবং পণ্য ব্যবহারে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিপেটের (বিআইপিইটি) অধীনস্ত উক্ত কমিটি (প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক শিল্প সম্পর্কে ইতিবাচক বার্তাসমূহ প্রচারে) প্লাস্টিক শিল্পের অভ্যন্তরে ও বাইরে ব্যবহার করতে এবং সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচার করতে বিভিন্ন তথ্যচিত্র এবং প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে এবং এর পাশাপাশি এ কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষের (যেমনঃ ব্র্যান্ডের মালিক, খুচরা বিক্রেতাসহ অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে;

(গ) বাণিজ্যের পট পরিবর্তনের কারণে প্লাস্টিক শিল্পখাতে উদ্ভূত বিভিন্ন সুযোগ এবং প্লাস্টিক রপ্তানির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমানভাবে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) আবর্তনশীল অর্থনীতি সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতাসমুহকে চিহ্নিতকরণে একটি আবর্তনশীল অর্থনীতি প্লাটফর্ম স্থাপন করা হবে।

৩.৩ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের ভ্যালু চেইন বা মান শৃঙ্খল উন্নত করা

প্লাস্টিক শিল্পের জন্য কার্যকর মান শৃঙ্খল তৈরি করা এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। বৈশ্বিক মান শৃঙ্খলে দেশিয় প্লাস্টিক শিল্পের সক্রিয়অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

(ক) ভবিষ্যত উন্নয়নের মানদন্ড নির্ধারণের জন্য প্রযোজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ এবং শিল্পখাতের অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(খ) গুণগতমান, উৎকর্ষতা, ব্যয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য মানদন্ডের আলোকে রপ্তানিমুখী স্থানীয় প্লাস্টিক পণ্যসমূহের উৎপাদন সহজতর করতে এই শিল্প খাতের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা নিশ্চিতকরণে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

(গ) প্যাকেজিং, উৎপাদন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে মান শৃঙ্খলে প্রচারণা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।

৩.৪ কর্মকৌশলঃ বৈশ্বিক বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ

৩.৪.১ এই খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, পরীক্ষাগার পরীক্ষণ পরিচালনা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি অত্যাধুনিক প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৩.৪.২ প্লাস্টিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈশ্বিক বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত সহায়তা প্রদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে-

(ক) রপ্তানিমুখী ব্যবসা উৎসাহিত করতে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ;

(খ) প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের আন্তর্জাতিক চর্চা ও পদ্ধতিসমূহ এবং বাজারে অনুপ্রবেশ এবং বাজারের অংশীদারিত্ব দখলের বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) পণ্যের গুণগত মান এবং আনুষঙ্গিক সেবা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এ ধরণের অত্যাধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে;

(ঘ) কর ছাড় বা অন্যান্য ধরণের প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান পুর্ণগঠন করতে উদ্দীপনা বিষয়ক পরীক্ষণ পরিচালনার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশের মাধ্যমে বিদেশের বাজার উন্নয়ন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান পুর্ণগঠন বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ভিত্তিক প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেশি ও বিদেশি নকশা প্রণয়নকারীদের সাথে সংযুক্ত করার পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং নকশা 'উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত' এই বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রতি বছর 'মীট দ্য বায়ার' বা ক্রেতা-বিক্রেতার পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে;

(চ) বাংলাদেশের হাই কমিশন বা দূতাবাসসমূহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এশীয় ক্রমবর্ধনশীল বাজারবিশিষ্ট দেশসমূহে প্লাস্টিক শিল্পে বিদ্যমান সুযোগ সম্পর্কে প্রচার করবে;

(ছ) সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক মেলায় প্লাস্টিক শিল্প খাতের বিভিন্ন সমিতি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের অবাধ ও নির্বিঘ্ন উপস্থিতি নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে;

(জ) বৈশ্বিক বাজারের অনুশাসন এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সচেতন করতে বৈদেশিক বাজারের কমপ্লায়েন্স ও অন্যান্য শর্তাবলী পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

(ঝ) কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়াদি, সনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলী, বৈশ্বিক ব্যবসা সম্পর্কিত চর্চাসমূহ এবং আইপিআর-এর বৈশ্বিক নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিল্প মালিকদের পরামর্শ প্রদানমূলক কর্মসুচি গ্রহণ করা হবে;

(ঞ) নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগের সহজলভ্যতা এবং তথ্য কেন্দ্র এবং প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও এর শাখা অফিসসমূহে আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কিত তথ্য, স্থানীয় ও বৈদেশিক পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য ও পণ্যের মান নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ট) বৈশ্বিক মান শৃঙ্খলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ন্যানো-প্রযুক্তি, বায়ো-প্রযুক্তি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উপাদান বিজ্ঞান, ইন্টারনেট অফ থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রযুক্তিসমূহের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যপুর্ণ করে গড়ে তুলতে প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

৩.৫ কর্মকৌশলঃ দক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানো

৩.৫.১ দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ তিনটি খাত যথাঃ প্লাস্টিক রূপান্তরকারী, উৎপাদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক শিল্পের উন্নয়ন সাধনের দিকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হবে।শিল্পসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হবে:

(ক) কারিগরি ও পেশাগত (ভোকেশনাল) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সংস্থাসমূহকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, হালনাগাদ প্লাস্টিক প্রযুক্তি এবং মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রযুক্তির বিষয়ে চাহিদা-নির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত করা হবে;

(খ) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্লাস্টিক শিল্পের যন্ত্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; প্লাস্টিক প্রকৌশল; তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা; মান নিয়ন্ত্রণ; ছাঁচ নকশা ও ছাঁচ তৈরি; পণ্যের নকশা; কর্মস্থলে সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ; বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা এবং মান নির্ধারণ ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;

(গ) পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গবেষণা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতামূলক উদ্যোগসমূহকে নিয়মিত পুরস্কৃত হবে;

(ঘ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমনঃ অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন, নতুন পণ্য তৈরি, গুণগত মান বৃদ্ধি এবং মানবসম্পদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে এবং এই সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারের নিকট সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে;

(ঙ) সরকারি অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহায়তায় উদ্যোক্তা তৈরি এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন হবে;

(চ) প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রম ত্বরান্বিত জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

(১) বিদ্যমান শ্রম দক্ষতার ঘাটতিসমূহ পুরণে বিপেট (বিআইপিইটি) প্লাস্টিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক চলমান বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একটি অনলাইন হাব তৈরি করবে;

(২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নকশা প্রণয়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহের সহায়তায় একটি গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হবে;

(৩) দক্ষ জনশক্তি তৈরি সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিকাশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;

(৪) প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমকে অধিকতর খাত-অভিমুখী, শিল্প-বান্ধব এবং বাজার-নির্ভর খসড়া তৈরিতে আইএসসি-গুলোকে নিযুক্ত থাকবে;

(৫) শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে ফোরাম গড়ে তোলা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা হবে;

(৬) বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা বিদ্যালয়, প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে;

(৭) বেসরকারি খাতকে প্লাস্টিক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে;

(৮) প্লাস্টিক শিল্পে প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নের যোগ্য হিসেবে গণ্য করার বিধান চালু করা হবে;

(৯) মানব সম্পদ, মান নির্ধারণ ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য পেশাগত (ভোকেশনাল) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে এবং এ সম্পর্কিত উদ্যোগকে সরকারী অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে গণ্য হবে;

(১০) উচ্চমানের দক্ষতা বিশিষ্ট জনশক্তি তৈরির উপরেও গুরত্ব আরোপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরামর্শ বিনিময় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিটাক (বিআইটিএসি) উপযুক্ত কোর্স পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে;

(১১) শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে এবং আন্তঃসংযোগমূলকভাবে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

(১২) সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় কর্মশালা, সেমিনার, পরিচালনা ও উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩.৫.২ প্লাস্টিক প্রযুক্তিতে দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্থাপন করা

(ক) আইসিটি ভিত্তিক মানবসম্পদ এ খাতে উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

(খ) প্লাস্টিক খাতের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সকল দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে কার্যক্রম পরিচালিত হবে-

(১) প্লাস্টিকের ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিমালা হালনাগাদ করে সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান পণ্যসমূহের জীবন চক্রকে বর্ধিত করা;

(২) পণ্য সম্পর্কিত নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং পণ্যের নকশা পরিবর্তন;

(৩) পুনর্ব্যবহারের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী পন্থায় আহরণ, পৃথকীকরণ, পরিষ্কারকরণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন;

(৪) ইঞ্জিনিয়ারিং পলিমার/যৌগ ব্যবহার করে বায়ো-প্লাস্টিক এবং প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন।

৩.৬ কর্মকৌশলঃ অর্থায়ন ও কর প্রণোদনা লাভের সুযোগ

৩.৬.১ মূলধন উদ্দীপক শিল্প হিসাবে আর্থিক উৎসসমূহের প্রাপ্যতা প্লাস্টিক শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমুহ গ্রহণ করবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট সমিতি/দায়িত্বশীল সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত প্লাস্টিক শিল্পের এসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা উদ্যোগসমূহকে স্বল্প ব্যয়ে ঋণ (তহবিলের ব্যয়+৩%) সরবরাহ করা;

(খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি ২০৩০-এর মান নির্দেশক (বেঞ্চমার্কিং) সূচক ৮.১০.১ এর আওতায় বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য ও সামগ্রিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

(গ) প্লাস্টিক উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ইএসকিউ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে বর্ধিত অবচয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বা অনমনীয় ঋণ মঞ্জুর করা।

৩.৬.২ অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনীয়তাসমূহ যেমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মূলধন বিনিয়োগে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আর্থিক সহায়তা লাভ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে শিল্প পরিচালকদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার এবং সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহারের মূল্যায়ন ও তথ্য প্রদানের ব্যবস্থাও করা হবে।

৩.৬.৩ এ খাতের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ক্ষুদ্র ঋণ, ঋণ নিশ্চয়তা পরিকল্পনা, হায়ার-পারচেজ, দুই ধাপবিশিষ্ট ঋণ, বাণিজ্য ঋণ এবং বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মতো আর্থিক সহায়তাকেও উৎসাহিত করা হবে।

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বস্ত উদ্যোক্তাগণের জন্য মূলধন যোগানের লক্ষ্যে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ সংক্রান্ত সহায়তা ও সমর্থনে নির্দেশ প্রদান করতে প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারি করবে;

(খ) সরকারি সুবিধাসমুহ উপভোগ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড এবং কোয়ালিটি (এসকিউ) কমপ্লায়েন্স একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি প্রণোদনা এবং অর্থায়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রাধিকার পাবে-

(১) টেকসই বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকারের জন্য পরিবেশগত, সামাজিক এবং মানদন্ড (ইএসকিউ) সম্পর্কিত নিয়মবিধি মেনে চলে;

(২) স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশী প্লাস্টিক দ্রব্যসমূহ এবং মোড়কজাত পণ্যসমূহের মান বজায় রাখে।

(৩) সরকারের কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা লাভের জন্য মনোনীত হতে উৎপাদনকারীগণ নিম্নোক্ত কার্যাবলীর সম্পাদনের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাধ্য থাকবেন:

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং/অথবা তাদের কার্যক্রমের কারণে সৃষ্ট বর্জ্যের স্তূপ পরিকল্পিত এবং/অথবা সীমিত হবে; এবং/অথবা

(খ) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে পচনশীল পণ্য উৎপাদন এবং যথাসম্ভব স্বল্প মাত্রায় বর্জ্য উৎপাদন করা।

(৪) নিম্নোক্ত কার্যাবলীর মাধ্যমে উৎপাদনকারীগণ আবশ্যিকভাবে বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার করবে:

(ক) শিল্পসমূহ এবং/অথবা তাদের কার্যক্রমের কারণে সৃষ্ট বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(খ) পচনশীল কাঁচামাল ব্যবহার করা; এবং/অথবা

(গ) পুনর্ব্যবহারের জন্য পণ্য অথবা মোড়ক থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পুনরায় সংগ্রহ করা।

৩.৬.৪ যথাযথ বাজেট এবং করারোপ সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহ

(ক) সরকার ধারাবাহিক, সুসংহত ও ব্যবসা-বান্ধব পন্থায় কর আরোপ করবে এবং এ শিল্পের জন্য কর আরোপের ক্ষেত্রে পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করার পাশাপাশি কর আরোপ পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক তথ্য প্রচারে প্লাস্টিক শিল্পসমূহে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে।

(খ) প্লাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর মুক্তি এবং ছাড়কে প্রাধান্য দেওয়া হবে-

(১) যে সকল শিল্পসমূহ নতুন পণ্য উৎপাদন করে, গবেষণার মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদন করে, উপজাত ও বর্জ্য থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে, জ্বালানি এবং পানির কার্যকর এবং দক্ষ ব্যবহারের জন্য সংশোধনের মাধ্যমে নতুন পণ্য উৎপাদন করে সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর মুক্তি প্রদান করা হবে;

(২) অর্থনৈতিকভাবে স্বল্পোন্নত অঞ্চলসমূহে প্লাস্টিক শিল্পসমূহ স্থাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর ছাড় প্রদান করা হবে;

(৩) ক্ষুদ্র ও কুটির প্লাস্টিক শিল্পসমূহকে কর মুক্তি এবং ছাড় প্রদান করা হবে।

৩.৬.৫ প্রণোদনা

কর-মূসক কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত প্রণোদনা প্রদান করা হবে:

(ক) প্লাস্টিক পার্ক বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চল বা অর্থনৈতিকভাবে স্বল্পোন্নত অঞ্চলে প্রথম পাঁচ বছর আয়কর ছাড় (আইটিএইচ);

(খ) আইটিএইচ এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, ৬ষ্ঠ বছর থেকে যতদিন না এটি স্বাভাবিক হারে পৌছাচ্ছে ততদিন নেট আয়ের উপর ১০% সাধারণ করের সাথে আইটি-র বার্ষিক বর্ধিত ৫% দিতে হবে;

(গ) আমদানিকৃত মূলধনী সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আনুষাঙ্গিকের উপর শুল্ক মুক্তি/মূলধনী সরঞ্জাম, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং আনুষাঙ্গিকের কর ও শুল্কমুক্ত আমদানি (কর-ভ্যাট-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ);

(ঘ) জাহাজঘাটার বকেয়াসমূহ (জাহাজঘাটায় লোডিং, আনলোডিং, অথবা পণ্য সংরক্ষণের জন্য ফি), রপ্তানি কর, শুল্ক, কর এবং ফিসমূহের উপর ছাড়;

(ঙ) কাঁচামাল এবং সরবরাহসমূহের উপর ট্যাক্স ক্রেডিট;

(চ) প্রয়োজনীয় এবং মূল অবকাঠামোগত কাজের জন্য অতিরিক্ত ছাড়;

(ছ) ভূমিভিত্তিক টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, উপযোগিতাসমূহ সহ স্থানীয় পণ্য ও সেবাসমূহ ক্রয়ের উপর ভ্যাটের হার কমানো;

(জ) একটি শুল্কাধীন উৎপাদনকারী গুদাম পরিচালনার অধিকার প্রদান।

৩.৭ কর্মকৌশলঃ ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবাসমূহের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

(ক) প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নিবন্ধকরণ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়তা এবং প্রক্রিয়াসমূহ সহজীকরণ করা হবে এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের অধীনে থাকবে।

(খ) ব্যবসায়ের ব্যয় কমাতে প্লাস্টিক শিল্পের নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াটিকে একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতায় আনা হবে।

(গ) সরকারি ও এসএসসি বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক নিবন্ধন সনদপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, বিএসটিআই সনদপত্র, ট্রেডমার্ক নিবন্ধন, নকশা এবং পেটেন্ট এর নিবন্ধন, মূসক নিবন্ধন, অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র, বয়লার সনদপত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সনদপত্র সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রদান করতে সহায়তা করবে।

৩.৮ কর্মকৌশলঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির অনুশীলন

(ক) উৎপাদন সুবিধার পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও পরিচালনা করার কৌশল ও প্রক্রিয়া হিসেবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ইএমএস) সকল প্লাস্টিক শিল্পসমূহে চালু করা হবে।

(খ) উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোতে জ্বালানি সাশ্রয়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কারখানাগুলোর মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহার এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনামূলক সহায়তা পেতে মনোনীত হওয়ার জন্য শিল্প মালিকগণকে অবশ্যই সাশ্রয়ীভাবে পানি ব্যবহারের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

(ঘ) শিল্পজাত এবং/অথবা গৃহস্থালি কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পানির পরিমাণ সংক্রান্ত দ্বিবার্ষিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বর্জ্য পানি নিয়মিতভাবে নিষ্কাশন বিষয়ক সংক্রান্ত কার্যক্রমের সনদপত্র সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার বাধ্যতামূলক সূচক বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সরকার সমিতিসমূহের সহযোগিতায় উৎপাদন ক্ষেত্রসমূহে রাসায়নিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং উদ্যোক্তাগণদের আইএসও ১৪০০১, বিজনেস সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ কোড অব কন্ডাক্ট-বিএসসিআই, ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপন্সিবল অ্যাক্রেডিটেড প্রোডাকশন কোড অব কন্ডাক্ট-ডব্লিউআরপি, সেডেক্স মেম্বারস এথিকাল ট্রেড অডিট-এসএমইটিএ, খাদ্য সম্পর্কিত ব্যবহারের জন্য প্রণীত প্লাস্টিকের পণ্যের উৎপাদন বিষয়ক উত্তম চর্চা (গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্যাক্টিসেস) সংক্রান্ত নির্দেশিকা, প্লাস্টিক ইউরোপ, ইইউপিসি এবং সেফিক-এফসিএ, ২০১১ এর উদ্দেশ্যে নিবন্ধনসমূহ অনুসরণ করতে সহায়তা করবে।

৩.৯ কর্মকৌশলঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী উৎপাদনের প্রচার করা

৩.৯.১ প্লাস্টিক এবং প্যাকেজিং শিল্পখাতসমূহে আরও উন্নত ব্র্যান্ড তৈরিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে-

(ক) আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানিমুখী প্লাস্টিক শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও হস্তান্তরকে উৎসাহিত করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;

(খ) আধুনিক মেশিন ও সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের জন্য সহজলভ্য হবে;

(গ) প্লাস্টিক শিল্পসমূহের মান ও মানদন্ড সম্পর্কিত পরিষেবার প্রাপ্যতা অর্জনের জন্য এবং বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে প্লাস্টিক শিল্পসমূহের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৩.৯.২ পরিকল্পনা

শিল্প এবং একাডেমিয়া, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা এবং বায়োপলিমারগুলোর উন্নয়নের মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন, ইনকিউবেশন সেন্টার, বুদ্ধিগত সম্পত্তি সনদায়ন কেন্দ্রের প্রকল্পসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্লাস্টিক গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল (পিআরওএফ) এর একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় থাকবে -

(ক) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে প্রযুক্তিগত বিনিময় এবং সহযোগিতা গ্রহণ;

(খ) পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের প্রচার;

(গ) উদ্ভাবনী আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তি এবং মূল্য সংযোজিত পণ্যসমূহ উৎপাদনে অর্থ সহায়তা প্রদান করা;

(ঘ) স্বল্পোন্নত অঞ্চলসমূহে প্লাস্টিক খাতের উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন বৃদ্ধি।

৩.৯.৩ নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ

(ক) প্লাস্টিক, প্লাস্টিক পণ্যসমূহ এবং প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল প্লাস্টিকের ব্যাগের মান উন্নয়নের জন্য বিএসটিআই-এর আওতাধীন একটি প্রযুক্তিগত কমিটি গঠন করা হবে।

(খ) নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে-

(১) অধিকতর টেকসই, দক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর স্বল্প নির্ভরশীল, আন্তঃসংযুক্ত প্লাস্টিকের একটি মূল্য শৃঙ্খল তৈরি করা;

(২) প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল এবং কম্পোস্টেবল প্লাস্টিকের পণ্যসমূহের নকশা প্রণয়ন করা;

(৩) পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আবর্তনশীল অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিমালার পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করা।

(গ) প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ শিল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বাছাইকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হবে।

(ঘ) প্লাস্টিক খাতের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা ক্রমবিকাশমান হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যে অটোমেশন প্রক্রিয়া ভিত্তিক অ্যাসিপটিক ফিলিং, উচ্চচাপ প্রক্রিয়াকরণ, বৃহৎ গহ্বরের ছাঁচ তৈরি, ব্লো ফিলিং, নাইট্রোজেন ডোজিং, অ্যাক্টিভ বেজেস, ডীপ গ্রিপস এবং এর্গোনোমিক ব্র্যান্ডেড আকার ইত্যাদি বিভিন্ন উৎপাদন প্রযুক্তির উপর বিসিএসআইআর গবেষণা পরিচালনা করবে।

অধ্যায় ৪
নীতিমালার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪.১ বাস্তবায়নের সময়কাল

অনুমোদনের তারিখ থেকে শুরু করে ৫ বছর মেয়াদে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০ বাস্তবায়ন করা হবে। মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে সময়ে সময়ে নতুন প্রয়োজনীয়তা এবং পরিস্থিতির আলোকে উক্ত নীতিমালাটি পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে বাস্তবায়ন এবং সংশোধন করা হবে।

৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তসমূহ

(ক) জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকার্য তদারকি করার পাশাপাশি অনুসরণ ও পরিবীক্ষণ লক্ষ্যে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক একটি জাতীয় কাউন্সিল তৈরি করা হবে।

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অধীনে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদটি (কাউন্সিল) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এটি নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারম্যান
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৭	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৯	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১৩	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
১৪	রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগ/ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৭	পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য

১৮	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)	সদস্য
২০	সভাপতি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক এসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ)	সদস্য
২১	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)	সদস্য
২২	সভাপতি, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এনএএসসিআইবি)	সদস্য
২৩	সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএএমএ)	সদস্য
২৪	সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএএএমএ)	সদস্য
২৫-২৬	প্লাস্টিক খাতের দুই জন বিশিষ্ট শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৭	উপসচিব/ সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রয়োজন অনুসারে উক্ত কাউন্সিল যেকোন সংখ্যক সদস্যকে সংযোজন অথবা বিয়োজন করতে পারে।

৪.৩ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদের (কাউন্সিল) দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদ (কাউন্সিল) বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা এবং আলোচ্য নীতিমালার মধ্যে নীতিগত সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

(খ) উক্ত কাউন্সিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় অবস্থানগত নীতিনির্ধারণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিযুক্ত হবে।

(গ) জাতীয় পরিচালনা কমিটি (ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি) কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাঁতে আলোচ্য নীতিমালার প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন উক্ত কাউন্সিল পর্যালোচনা করবে।

(ঘ) কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুই বার বৈঠকে মিলিত হবে।

৪.৪ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি (এনএসসি)

৪.৪.১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব প্লাস্টিক শিল্প বিকাশের জন্য ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটিতে (এনএসসি) সভাপতিত্ব করবেন। এনএসসির অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে জ্বালানি বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ডিপিডিটি, বিএসটিআই, বিএবি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা (স্টেকহোল্ডার) অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে, অতিরিক্ত সদস্য সংযোজন অথবা বিয়োজনের ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকবেন।

(ক) উক্ত কমিটি নিয়মিতভাবে নীতিমালার কার্যসম্পাদনের বিষয়ে মূল্যায়ন করবে এবং উক্ত নীতিমালার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সমন্বিত পদ্ধতি এবং কৌশলসমূহ প্রণয়ন করবে।

(খ) প্রয়োজন সাপেক্ষে, উক্ত কমিটি অতিরিক্ত সদস্য সংযোজন অথবা বিয়োজন করবেন।

(গ) উক্ত কমিটি বৈঠকে নির্দিষ্ট মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে যেকোন বিশেষজ্ঞ/বিশেষজ্ঞগণকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

৪.৪.২ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটিতে (এনএসসি) বেসরকারী খাত, বাণিজ্য সংস্থাসমূহ, বুদ্ধিজীবী (থিংক ট্যাঙ্ক) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের বিশেষজ্ঞগণের সাথে নিয়মিত পরামর্শমূলক আলোচনায় নিয়োজিত থাকবে।

৪.৫ কার্যনির্বাহী কমিটি/প্রযুক্তিগত কমিটি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিস্থিতি অনুসারে যে কোন সংখ্যক কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা কারিগরি কমিটি গঠন করতে পারবে।

৪.৬ নীতিমালার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকরণ

(ক) প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার জন্য এবং প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদের (কাউন্সিল) সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০২১/২০২২ সালকে "সবুজ প্লাস্টিক বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

(খ) বাংলাদেশ সরকার একটি সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে এবং প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার এবং এ সম্পর্কিত অবদানমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম আনুষঙ্গিক উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহ চিহ্নিত করবে।

(গ) সরকারি ও বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় উক্ত নীতিমালাটি প্রবর্তনের পরে এ নীতিমালার সম্ভাব্য ব্যবহারকারী, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণসহ সকল সংশ্লিষ্টদের এ সম্পর্কে অবহিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে।

৪.৭ প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০২০-এর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

(ক) প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০-এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পূরণ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে যাচাই করার লক্ষ্যে এ বিষয়ক বাস্তবায়ন কার্যক্রম এবং এর প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন কার্যক্রম এবং এর প্রভাব স্বতন্ত্র পরামর্শকদের দ্বারা পাঁচ বছর সময়কালের ব্যবধানে অথবা নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োজনানুসারে যে কোন সময় মূল্যায়িত এবং পর্যালোচিত করা হবে।

অধ্যায় ৫
সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা

৫.১ বেসরকারি খাত এবং এর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা

বিশিষ্ট বেসরকারি বৃহৎ শিল্পসমূহ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(ক) বৃহৎ ব্র্যান্ড উৎপাদনকারীবৃন্দ ছোট উদ্যোগতাদের সাথে যৌথভাবে সমন্বয় সাধন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(খ) উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পারিক যোগাযোগ স্থাপনমূলক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক উৎসাহিত হবে;

(গ) অব্যাহতভাবে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সাথে সহযোগিতা বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাকে উৎসাহিত করা হবে।

৫.২ প্লাস্টিক খাতে উৎপাদনকারী সমিতিসমূহের ভূমিকা

দেশে প্লাস্টিক এবং মোড়কজাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য, প্লাস্টিক খাতে উৎপাদনকারী সমিতিসমূহ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে-

(ক) সংগঠনসমূহ (স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে) নিজ নিজ শিল্প সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, বাণিজ্য, বাজার অনুপ্রবেশ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়সহ ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করবে;

(খ) এ খাতের উন্নয়নের জন্য সংগঠনসমূহ ব্যবসা মালিকগণের পক্ষে আইন, কাঠামো এবং নীতিমালা প্রণয়ন সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করবে;

(গ) সংগঠনসমূহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) সংগঠনসমূহ ব্যবসায়িক বিরোধসমূহকে যথাযথ আইনের অধীনে নিষ্পত্তি করতে সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন এবং মধ্যস্থতা করবে;

(ঙ) সংগঠনসমূহ সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং রপ্তানি মেলা (এক্সপো) এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কিত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময় করবে;

(চ) সংগঠনসমূহ সময়োচিতভাবে বাজারের পরিস্থিতি এবং আনুষঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করবে এবং স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করবে;

(ছ) সংগঠনসমূহ ব্যবসার মূলধন যোগানের বিষয়ে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করবে;

(জ) সংগঠনসমূহ প্লাস্টিক শিল্পের পণ্য ও সেবাসমূহের মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান করবে;

(ঝ) সংগঠনসমূহ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে এবং উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্যসমূহ উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ থেকে প্রযুক্তি আহরণ, আর্থিক সহায়তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা এবং সমর্থন প্রদান করবে।

৫.৩ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা

প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য নীতিমালা বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন বিষয়ক নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হবেঃ

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে নীতিমালা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের কাজ পরিচালনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবে;

(খ) শিল্প মন্ত্রণালয় প্লাস্টিক শিল্পের বিদ্যমান পরিস্থিতি, এর প্রয়োজনীয়তা, অসুবিধা এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণ করবে;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় স্থানীয় প্লাস্টিক শিল্পের সাথে সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতিমালাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ পরিচালনা করবে;

(ঘ) প্রযুক্তিগত জ্ঞান উন্নয়ন, তহবিল যোগান এবং বিনিময় সম্পর্কিত বিষয়সমূহের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

অধ্যায় ৬

উপসংহার

৬.১ এ নীতিমালাটি প্লাস্টিক শিল্প খাতের সোর্সিং, যথাযথ উৎপাদন প্রযুক্তি, পণ্যের গুণগত মান, বিপণন, দক্ষতা উন্নয়ন, কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়াবলী থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহারোপযোগী করা পর্যন্ত মান শৃঙ্খলের সকল স্তরে এ খাতটিকে বিকশিত এবং উন্নীত করতে নির্দেশিকা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৬.২ প্লাস্টিক শিল্পে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালাটিকে একটি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ কর্মপরিকল্পনাটিকে প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা হবে এবং এটি প্লাস্টিক শিল্প খাতের ক্রমবিকাশমান উন্নয়নের মহাসড়ক (রোডম্যাপ) হিসেবে সময়োপযোগী এবং টেকসই পন্থায় কাজ করবে।

অধ্যায় ৭

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

৭.১ আলোচ্য নীতিমালার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
	৩.১ কর্মকৌশলঃ দেশীয় শিল্পের বিকাশ				
১	স্থানীয় শিল্পসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা	সংযোগ স্থাপনে সক্ষম অধিক সংখ্যক সহায়ক শিল্প গড়ে তোলা	২০২১-২০২৫	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিটিসি, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বিসিএসআইআর, বিডা, বেজা ও বিসিক।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২		প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তরের জন্য বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা	২০২১-২০২৫	বাংলাদেশ ব্যাংক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিডা, বেজা ও বেপজা।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩		উদ্যোক্তা ও ব্যবসার প্রচার বৃদ্ধিমূলক সেবাসমূহের উন্নতি সাধন করা	২০২১-২০২৫	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, এসএমই ফাউন্ডেশন, ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪		কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিবেদিত শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠা করা	২০২১-২০২৫	বেজা, বেপজা, বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫		মাঝারি এবং উচ্চ-শ্রেণীর বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য ছাঁচ তৈরির কারখানা স্থাপন করা	২০২১-২০২৫	বিটাক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ
	৩.২ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের খ্যাতি প্রচার করা				
৬	প্লাস্টিক শিল্পের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা	বিদ্যমান সমস্যার মাত্রা মূল্যায়ন করতে এবং 'সর্বোত্তম চর্চাসমূহ' সুপারিশ করার লক্ষ্যে ধারণা বিষয়ক সমীক্ষা পরিচালনা করা	২০২১-২০২৫	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্যারিফ কমিশন ও বিসিক।
৭		আবর্তনশীল অর্থনীতির প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করা	২০২১-২০২২	পরিবেশ অধিদপ্তর ও শিল্প মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
	৩.৩ কর্মকৌশলঃ প্লাস্টিক শিল্পের ভ্যালু চেইন বা মান শৃঙ্খল উন্নত করা				
৮	দেশীয় প্লাস্টিক শিল্পসমূহের	ভবিষ্যত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা	২০২১-২০২৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	ট্যারিফ কমিশন, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিসিক।

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
	সক্ষমতা তৈরি করা	লাভের জন্য বিশদ পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা			
৯		রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নকশা তৈরির সুবিধা প্রদানে কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন করা	২০২১-২০২৫	বিটাক, ইসিএল, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
১০		প্যাকেজিং, উৎপাদন এবং বিপণনের মান শৃঙ্খল বৃদ্ধি করতে ব্র্যান্ড তৈরি করার কর্মসূচি করা	২০২১-২০২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বৈদেশিক মিশনসমূহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও WIPO	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও আন্তর্জাতিক সংস্থা.
	৩.৪ কর্মকৌশলঃ বৈশ্বিক বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ				
১১	আন্তর্জাতিক বাজারে বর্ধিত অভিগম্যতা	অত্যাধুনিক প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	২০২১-২০২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, বুয়েট	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট/ডব্লিউটিও সেল
১২		বৈদেশিক বাজারের কমপ্লায়েন্স এবং প্রয়োজনীয়তা গুলোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা	২০২১-২০২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড	পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১৩		কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে পুনর্জীবিত করার জন্য পরামর্শদানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা	২০২১-২০২৫	বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়	এসএমই ফাউন্ডেশন, বিটাক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট, বুয়েট
	৩.৫ কর্মকৌশলঃ দক্ষতা বিকাশ এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানো				
১৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন	এই খাতে চাহিদা-নির্ভর দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা	২০২১-২০২৫	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	এনপিও, বুয়েট ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি
১৫		উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সরঞ্জাম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০২১-২০২৩	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ/ বিআইএম	এনপিও/শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
১৬		উদ্যোক্তা তৈরি এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০২১-২০৩০	এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ও টিআইসিআই	শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
১৭		সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ)-এর মাধ্যমে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল গঠন	২০২১-২০২৩	অর্থ বিভাগ, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য ইনস্টিটিউট
১৮		শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফোরাম তৈরি করা	২০২১-২০২৩	কারিগরি প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয়/ সমিতি	বিটাক, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), বিসিএসআইআর /বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
১৯		প্লাস্টিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র গড়ে তোলা	২০২১-২০২৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বুয়েট	Association
	৩.৬ কর্মকৌশলঃ অর্থায়ন ও কর প্রণোদনা লাভের সুযোগ				
২০	দেশীয় শিল্পসমূহের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা	প্লাস্টিক খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই)-গুলোকে স্বল্প ব্যয়ে (তহবিলের খরচ + ৩%) ঋণ প্রদান	২০২১-২০২৫	এসএমই ফাউন্ডেশন	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়
২১		ক্ষুদ্র অর্থায়ন (মাইক্রোফাইন্যান্স), ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, হায়ার-পারচেজ, দ্বি-ধাপ ঋণ, বাণিজ্য ঋণ ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা প্রদান	২০২১-২০২৫	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়	এসএমই ফাউন্ডেশন
	৩.৭ কর্মকৌশলঃ ব্যবসায় উন্নয়ন পরিষেবাসমূহের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো				
২২	ব্যবসা পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য	নিবন্ধন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত ও প্লাস্টিক উৎপাদন কারখানা পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করতে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা	২০২১-২০২৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিসিক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বেজা	বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন,স্থানীয় সরকার বিভাগ, ওয়াসা, ডেসা, পরিবেশ অধিদপ্তর
	৩.৮ কর্মকৌশলঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির অনুশীলন				
২৩	কঠোরভাবে পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা	সকল প্লাস্টিক শিল্পে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করা	২০২১-২০২৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়/সিটি কর্পোরেশন/ বিদ্যুৎ বিভাগ/WASA/ বিস্ফোরক অধিদপ্তর

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
২৪		প্লাস্টিক উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কারখানায় বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনা করা	২০২১-২০২৫	পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	পরিবেশ অধিদপ্তর/শিল্প মন্ত্রণালয়
	৩.৯ কর্মকৌশলঃ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী উৎপাদনের প্রচার করা				
২৫	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন	গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প, ইনকিউবেশন সেন্টার ও মেধাসম্পদ সনদায়ন সেন্টার পরিচালনা করার পাশাপাশি শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বায়োপলিমার এবং বায়োডেগ্রেডেবল পলিমারের পুনর্ব্যবহার ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্লাস্টিক গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল (পিআরওএফ) গড়ে তোলা	২০২১-২০২৫	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি/এফবিসিসিআই